[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নিহত সুরুজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ইসলামপাড়ায় বাসিন্দা ও স্বপনের ছেলে। আহত হৃদয় পৌর এলাকার শ্বশানপাড়ার বাসিন্দা।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঈদের দিন ঘুরতে বের হয়েছিলেন দুই যুবক। তারা মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তারা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুরুজকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই সুরুজ মারা গেছেন। আহত একজনকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সড়ক দূর্ঘটনায় একজন মারা গেছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, শিশুসহ আহত ৩

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর ইটভাটা সংলগ্ন সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আব্দুল মান্নাফ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুসহ আহত হয়েছেন তিনজন।

সোমবার (৯ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল মান্নাফ মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের আসাদ আলীর ছেলে। আহতরা হলেন—মান্নাফের কন্যা তসলিমা খাতুন (৩০), নাতনি খাদিজা খাতুন (৩) ও চাঁদনী খাতুন (৩ মাস)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল মান্নাফ তার কন্যা ও নাতনিদের

নিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি শোলমারীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ফতেপুর ইটভাটার কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই আব্দুল মান্নাফ নিহত হন এবং তিনজন গুরুতর আহত হন। অপর মোটরসাইকেল চালকের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তিনি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সটকে পড়েন।

নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল মান্নাফকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতরা বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আলমডাঙ্গার এক যুবক, গুরুতর আহত এক

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রান গেল আলমডাঙ্গার এক যুবকের। আহত আরও একজন মৃত্যুশয্যায়।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার কুষ্টিয়ার মালিহাদ ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা মারফত আলি সড়কে। এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা শিকার দুইজনই আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাগপুর গ্রামের নিজামুল হকের ছেলে শামিম আহম্মেদ (১২) এবং মালয়েশিয়া প্রবাসী মনোয়ার হোসেনের ছেলে কিরন আহমেদ(১৫)।

জানা গেছে দুই কিশোর নিজ গ্রাম প্রাগপুর থেকে মোটরসাইকেল যোগে বেড়াতে যাচ্ছিল কুষ্টিয়া অভিমুখে।পার্শ্ববর্তী মালিহাদ গ্রাম থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মারফত আলি সড়কে পৌঁছালে তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি লাটাহাম্বার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে

দুইজনই গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করেন। আহতদের মধ্যে কিরণের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে জানা গেছে।

অন্যদিকে, শামিমের অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করেন।ঘটনাটি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক ২

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক

দর্শনা অফি

জীবননগর উপজেলার উথলিতে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলমসাধু উল্টে গিয়ে ১৬ জন নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই দর্শনা রামনগর বাগদী পাড়ার বাসিন্দা।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তারা বিভিন্ন হাটবাজারে ঝুড়ি-ঝাপি বিক্রি শেষে আলমসাধু যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। উথলি মোড় পার হওয়ার পর হঠাৎ একটি শিয়াল সামনে চলে এলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা নারী-পুরুষরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

ওই এলাকায় নিকটবর্তী কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় আহতদের আলমসাধু যোগেই দর্শনা পুরাতন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় চিকিৎসক মোস্তফা ডাক্তারের ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন ১৪ জন। বাকি দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

মেহেরপুর বিসিকের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ শ্রমিক আহত, ৫ জন গুরুতর

আজ রবিবার সকালে যতারপুর এলাকা থেকে কয়েকজন শ্রমিক আলগামনে কাজের উদ্দেশ্যে গোপালপুরের দিকে রওনা দেন। এ সময় মেহেরপুরের বিসিক শিল্পনগরীর সামনে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া গোল্ডেন লাইন পরিবহন পেছন থেকে তাদের বহনকারী আলগামনে ধাক্কা দেয় হেল্পার ও সুপারভাইজার পালিয়ে যায়।

এ দুর্ঘটনায় ৮ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শর্য্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বর্তমানে আহত সকলেই মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহতদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এ দুর্ঘটনার গোল্ডেন লাইন পরিবহন সেনাবাহিনীর আটক করে রেখেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

বিএনপির দুই নেত্রী

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন।

সড়ক দুর্ঘনায় আহতের বিষয়টি আড়াল করে একটি মহল ‘জামায়াতের হামলায় আহত’ বলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে নেটদুনিয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ শুরু হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা শেষে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা। আমঝুপি ও চাঁদবিলের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে একটি কুকুরের সঙ্গে তাদের রিকশার ধাক্কা লাগে। এসময় রিকশাটি উল্টে যায়। এতে রোমানা আহমেদ ও সাবিহা সুলতানা আহত হন।

ঘটনার পর রোমানা আহমেদ এবং সাবিহা সুলতানার স্বামী শফিক সেন্টু তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দুর্ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে পোস্ট করেন। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতেও ঘটনাটি একটি সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়।

তবে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালায় হয়। ফেসবুকে দাবি করা হয়, ধানের শীষের প্রচারণা শেষে ফেরার পথে জামায়াত-শিবিরের হামলার শিকার হন রোমানা ও সাবিহা।

তবে আহত বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ বলছেন, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ঠিক হচ্ছে না।

জেলা জামায়াতের রাজনৈতীক সেক্রেটারি মো. রুহুল আমিন বলেন, এভাবে দুর্ঘটনার খবর জামায়তের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাওয়া বিএনপির দেউয়ালিয়াত্ব প্রমাণ করে। এটা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সামিল। তিনি প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের প্রতি অনুরোধ জানান, দোষীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় হোক।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহত নেত্রীদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে জামায়তের নেতারা ছুটে যান।

আহত রোমানা আহমেদ তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে জানান, যারা দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপির জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তারা ঠিক করছেন না।

সেখানে এ নেত্রী দুর্ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে জামায়াতের উপর দোষ চাপানো বন্ধ করার আহ্বান জানান।

আলমডাঙ্গায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ এলাকার মাধবিতলা নামক স্থানে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রান গেল একজন মৎস্যজীবী দিনমজুরের। গতকাল সকাল ৭ টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ মহেশপুর বাগান মাঠ গ্রাম থেকে আলমসাধু যোগে মাছ নিয়ে আলমডাঙ্গায় আসছিলেন। মাছভর্তি আলমসাধু পিটি আই মোড় ছাড়িয়ে মাধবিতলায় আসলে, উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা বালুভর্তি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আলমসাধু চালক ছিটকে পড়ে প্রানে বাঁচলেও হেলপার হিসেবে আসা আলি হোসেন ফরায়জী ঘটনাস্থলে মৃত্যু বরণ করেন।

সকালের কনকনে শীতে আর ঘন কোঁয়াশায় এইসব বালি বোঝাই ট্রাকের দ্রুত গতিতে ছুটে আসাকেই এই দুর্ঘটনা জন্য দায়ী করেছেন এলাকাবাসী। সেই সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা এই রকম বালি বোঝাই ট্রাক থামিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্প পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মৃত আলি হোসেনের লাশ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, আটককৃত বালিভর্তি ট্রাক থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।মামলার প্রস্তুতি চলছে এবং

মেহেরপুরে সড়কে ঝড়েছে ৪৩ প্রাণ, আহত শতাধিক

মেহেরপুরে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৪৩ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, সরকারি প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র ও বৃদ্ধ রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষন করে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত ২৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারি সড়কের আশরাফপুর এলাকায় ড্রামট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিজন হোসেন ও রকিবুল ইসলাম নামের দুই যুবক নিহত হন।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবাহী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত তুহিন হোসেনের (৩২) পর তার শিশু কন্যা তানহাও মারা যায়। গত মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধলা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে।

১৪ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৮) নামের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২ জন। রবিবার সকালে উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকেশ আহমেদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের মো. কমিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন মেহেরপুরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ (২৮) ও শয়ন আলী (১৬)।

৭ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত শাহিন এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত কাজিপুর গ্রামের ছাদিমান আলীর ছেলে।

২ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।

সোমবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠপাড়ার কৃষক ওসমান আলীর ছেলে।

২৯ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা (৭) নামে এক কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়। শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাড়াডোব কাচারি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিশা খাতুন গাড়াডোব কাচারি পাড়ার তামিম ইকবালের মেয়ে।

একই দিনে, মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হন। শনিবার দুপুর ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২৬ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে কাঁঠাল গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রানা আহম্মেদ (১৭) নামের এক কিশোর নিহত হয়।

বুধবার দুপুরে সাহেবনগর গ্রামের তালতলা মোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রানা আহম্মেদ বামন্দী ইউনিয়নের নিশিপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

২৫ নভেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হন। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২২ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল

হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আ. লতিফের ছেলে।

আহতরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরাম গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আকাশ (২০), একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রাজা (২০), দৌলতপুর উপজেলার মহিশকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার মোটরসাইকেলচালক খোকনের ছেলে জিসান (২২) এবং তার সঙ্গে থাকা আরও একজন অজ্ঞাত যুবক।

১৯ নভেম্বর, গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামে তিন যুবক আহত হন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

১৬ নভেম্বর, মেহেরপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তোফাজ্জেল বিশ্বাস নামের এক শিক্ষক নিহত হন। সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

৯ নভেম্বর, মেহেরপুরে বিআরটিসির একটি বাসের ধাক্কায় শরিফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের শহরের ব্র্যাক অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শরিফুল ইসলাম শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার খাদেমুল ইসলামের ছেলে।

২৬ অক্টোবর, মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা খাতুন (৬০) নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হন। রবিবার দুপুরে সদর উপজেলার ফতেপুর-শোলমারি সড়কের তেরোঘরিয়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিদা খাতুন উজলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গনির স্ত্রী।

২২ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের সঙ্গে ধাক্কায় সুজন নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত যুবকের মৃত্যু হয়।

২১ অক্টোবর, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দী নামক স্থানে ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও তিনজন আহত হন। শুকুরকান্দীর গ্যাসপাম্পের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হলেন উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩৫)। আহতরা হলেন বাদিয়াপাড়া গ্রামের মফিজুল হকের স্ত্রী নোজিয়ারা খাতুন (৪০), একই গ্রামের আরিফুল ইসলামের

ছেলে নিরব (১২) ও মহাব্বতপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সিএনজিচালক হযরত আলী (৩২)।

১৫ অক্টোবর, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর উত্তরপাড়া মসজিদের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি (২৬) নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রী নিহত হন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারহানা ওয়াহিদা অমি মেহেরপুর শহরের কাসারিপাড়ার আব্দুল ওয়াহিদ চঞ্চলের মেয়ে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৪ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মকলেছুর রহমান নামের এক জমি পরিমাপ আমিন নিহত হন। নিহত মকলেছুর রহমান গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুর রহমান কারিগরের ছেলে। মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের এবাদতখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে আলমসাধুর ধাক্কায় সাইফুল রেজা ওরফে মহাজন (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হন। রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পোড়াপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯ আগস্ট, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হন। রাত আড়াইটার দিকে দ্রুতগতির দুই প্রাইভেটকার রেসিং করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনেমা হলপাড়ার হাফিজের ছেলে ফেরদৌস (১৯) ও পলাশপাড়ার ওহি (১৯)।

১০ আগস্ট, মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা বাজারে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আকাশ নামের এক যুবক নিহত ও আরও দুইজন গুরুতর আহত হন।

১৮ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোহাম্মদ মন্টু নামের এক পথচারী নিহত হন। আহত হন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী।

১৬ জুলাই, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সরফরাজ খান সোনা (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

২৫ জুন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান
(৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)।

এছাড়াও চলতি বছরে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী ও প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন আহত হন।

৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন।

৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন এবং আরও ৪ জন আহত হন।

৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়।

১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত ও ৩ নারী আহত হন।

৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক
(৬৫) নিহত হন।

৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও

এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান ওরফে শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান।

২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান।

২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামনের সঙ্গে ধাক্কায় প্রবাসফেরত সাগর মিয়া (২৪) নিহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত হন এবং মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত হন।

২৭ জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫) মারা যান।

৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮) নিহত হন। এছাড়াও জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী, প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় রকিবুল ইসলামের মৃত্যু

মেহেরপুরের আমদহে ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত রকিবুল ইসলাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিহত রকিবুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের

শামসুল হুদার ছেলে। তিনি মালয়েশিয়া প্রবাস ফেরত ছিলেন।

এর আগে একই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন তার ভাগ্নে মো. লিজন (৩২)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মো. মফিজুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রকিবুল ইসলাম ও তার ভাগ্নে লিজন মোটরসাইকেলযোগে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রাম থেকে সদর উপজেলার টেংরামারি এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে সদর উপজেলার আশরাফপুর বাইপাস সড়কের বোরিং এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে দু’জনই সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় ডাম্প ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই লিজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রকিবুল ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে একদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বুধবার দিবাগত রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।